দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 7.8.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7 ...

035

বই খাতা পরীক্ষা

বেগম মমতাজ হোসেন

দ্বিমুখী শিক্ষাক্রম

চলতি বছর নবম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে সবার ভাবনা। শিক্ষক-অভিভাবকদের ভাবনার সঙ্গে সরকারও ভাবছেন। বিগত পাঁচ বছর ধরে এই নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্য পুস্তক সময় মত হাতে পায়নি, ফলে প্রতি বছর এক বছরের পাঠ ছয় মাসে পড়তে হয়েছে। ১৯৭৫ সন থেকে পাঠ্যপুস্তকে চলতি ভাষার রীতি প্রবর্তন, আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ ও অংকে নতুন চিন্তাধারায় রচিত হয়।

প্রতি বছর নতুন বই রচনা ও ছাপা হয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছাতে প্রায় চার-পাঁচ মাস দেরী হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বছরই জানুয়ারী মাস থেকে নিয়মিত লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বছরের মাঝামাঝি পাঠ্য বই হাতে পেয়ে সীমিত সংখ্যক বিষয়ের ওপর পরীক্ষা দিয়েছে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী, ফলে এদের শিক্ষার ভিত ততটা শক্তভাবে গড়ে ওঠেনি। ১৯৮৩ সনে এই ছাত্রছাত্রীরাই নবম শ্রেণীতে পড়ছে। একে তো বিগত কয়েক বছর ধরে পাঠ্য পুস্তকগুলো পুংখানুপুংখরূপে পড়া হয়নি, ফলে এদের জ্ঞানের গভীরতা অনেক কম, তারপর নবম শ্রেণীতে উঠে ঐ একই অবস্থা।

নবম শ্রেণীতে সব নতুন বই—তাই নতুন বই এদের হাতে পৌঁছাতেই লেগে গেল ছয় মাস। চলতি বছরে নবম শ্রেণীতে 'একমুখী সমন্বিত শিক্ষাক্রম' চালু হয়েছে। এই শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্নধর্মী। বিগত দিনের মাধ্যমিক-স্তরের পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে তেমন মিলও নেই। তাছাড়া 'সমন্বিত সাধারণ বিজ্ঞান' বাধ্যতামূলক বিষয় করা হয়েছে। এই বইটির কলেবর ও বিজ্ঞানের পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞানের সমন্বয় দেখে মধ্যম ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতংকিত। এর ওপর সাধারণ গণিতও নতুন চিন্তাধারায় রচিত। সাধারণ গণিতের অংক দেখে সাধারণ ছাত্রমহল বেশ চিন্তিত। বিশেষ কয়েক ধরনের নিয়ম মুখস্থ করে অংকে পাস করা এখন আর সহজ নয়, এ ব্যাপারটি তারা বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। আবার অংকের চিন্তার সঙ্গে সমন্বিত বিজ্ঞান আরো বোঝা অনেকটা গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত।

সমন্বিত বিজ্ঞান প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই বিষয়টি পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ও প্রচুর বিজ্ঞান শিক্ষার সরঞ্জামের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কেবল বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষকই নয়, ল্যাবরেটরী ও বিজ্ঞান শিক্ষার সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। তাছাড়া এই সমন্বিত বিজ্ঞান বই এখনো দেশের গ্রামাঞ্চলের সব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর হাতে পৌঁছেনি। দেশের কিছু সংখ্যক কালো অদৃশ্য হাতের খেলায় এই পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে নোট বই ছেপে বের হয়ে এসেছে আর বলা বাহুল্য গ্রামাঞ্চলের অসহায় ছাত্রছাত্রীরা এই নোট বই কিনে রাতদিন মুখস্থ করে চলেছে। কারণ, তাদের মুখস্থ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষকও নেই যে তাদের শিখতে সাহায্য করবেন। সুতরাং সার্টিফিকেটের জন্য তাদের এ পথ অবলম্বন না করে উপায় কি!

তাছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক ল্যাব এপারেটাস সরবরাহের ব্যবস্থাও সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ ধরনের কার্যক্রম সরকার কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক প্রশিক্ষণের সামগ্রিক অপ্রতুলতাই রয়ে গেছে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের এসব সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বিভিন্ন মহল ভাবছেন, 'সমন্বিত সাধারণ বিজ্ঞান' বিষয়টি বাধ্যতামূলক থাকলে সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল লাভ করবে না। এসব নানাবিধ অথচ বাস্তব সমস্যাগুলো সরকার অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন। সরকার বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম দ্রুতগতিতে বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য অর্থাৎ এই নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য দ্বিমুখী শিক্ষাক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যেকোন নতুন রীতি ও নিয়ম চালু করতে গেলে নানাবিধ সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এ সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রত্যেকের সহযোগিতা দরকার। ইতোমধ্যে বছরের ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই ও সিলেবাসের এক-তৃতীয়াংশ পড়ানো হয়নি। বিশেষ করে সমন্বিত বিজ্ঞান ও সাধারণ গণিত নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা দিশেহারা ও রীতিমত আতংকিত। এ সমস্ত পরিস্থিতির সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দানের জন্য 'একমুখী' নতুন শিক্ষাক্রমের বদলে দ্বিমুখী শিক্ষাক্রম গঠন করেছেন। কেবল শিক্ষাক্রম বদলই করেননি, পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর আয়তনের কিছুটা সংকোচনও করেছেন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা ফাইনাল পরীক্ষার আগে কোর্স শেষ করতে পারে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড দুয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে সিলেবাস ও নম্বর বন্টনের যাবতীয় বিষয়গুলো বই আকারে ছেপে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে পাঠাবেন বলে জানা গেছে।

নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম কাঠামোটি ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মহলকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইতোমধ্যে এই পদক্ষেপ কার্যকর করা শুরু হয়ে গেছে। ১৯৮৩ সনে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের অবগতির জন্য আজকের লেখা। দ্বিমুখী শিক্ষাক্রম কাঠামোটি ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর ব্যাপারে সুবিধাজনক হবে বলে আমার ধারণা।

১৯৮৫ সনে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

ক। আবশ্যিক বিষয় মোট চারটি।

১। মাতৃভাষা—বাংলা (১ম ও ২য় পত্র)	২০০
২। ইংরেজী (১ম ও ২য় পত্র)	২০০
৩। গণিত	১০০
৪। ভূগোল	১০০
মোট	৬০০

খ। নৈর্বাচনিক।

১ম গুচ্ছ: সাধারণ বিজ্ঞান (সমন্বিত) ২০০

অথবা

কলা (ইতিহাস—৭৫, অর্থনীতি ৭৫, পৌরনীতি—৫০)।

(ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরনীতির সিলেবাস সংকুচিত করা হবে)।

২য় গুচ্ছে মোট ২৭টি বিষয় রয়েছে। এই সাতাশটি বিষয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা মোট দুটি বিষয় নির্বাচন করে নিতে পারবে। তবে বিজ্ঞান বিষয়টি কেবল মাত্র কলা বিষয় গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। সমন্বিত সাধারণ বিজ্ঞান গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা নিতে পারবে না। নীচে সাতাশটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হলো:

১। ইসলাম ধর্ম ২। হিন্দু ধর্ম ৩। বৌদ্ধ ধর্ম ৪। খৃষ্ট ধর্ম ৫। উচ্চতর বাংলা ৬। উচ্চতর ইংরেজী ৭। আরবী ৮। ফার্সী ৯। উর্দু ১০। সংস্কৃত ১১। পালি ১২। বিজ্ঞান (কেবল মাত্র কলা বিষয়ক ছাত্রছাত্রীদের জন্য)। ১৩। উচ্চতর গণিত ১৪। ললিত কলা ১৫। সঙ্গীত ১৬। বস্ত্র ও পরিচ্ছদ ১৭। গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক জীবন। ১৮। খাদ্য ও পরিপুষ্টি ১৯। ব্যবসা পদ্ধতি ও পত্র লিখন ২০। বাণিজ্যিক গণিত ও হিসাব রক্ষণ ২১। বাণিজ্যিক ভূগোল ২২। টাইপ লিখন ২৩। জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন ২৪। লোহালক্কড়ের কাজ ২৫। কাঠের কাজ ২৬। ফলিত বিদ্যুৎ শক্তি ও ২৭। গৃহ নির্মাণ।

নৈর্বাচনিক ২য় গুচ্ছের নির্বাচিত বিষয়ে থাকবে মোট ২০০ নম্বর।

গ। এছাড়া অতিরিক্ত ঐচ্ছিক:

সহ-শিক্ষাক্রম অর্থাৎ যাকে ইংরেজীতে বলে কো-কারিকুলার। এই বিষয়ে খেলাধুলা, শরীরচর্চা, শারীরিক শিক্ষা এবং দলগত কাজ—স্কাউট/গাইড, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম।

এই অতিরিক্ত বিষয়ের জন্য ১০০ নম্বর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে যোগ হবে না। এই নম্বর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত প্রশংসাপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।

পরিবর্তিত এই শিক্ষাক্রম কাঠামো নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেকটা সহজ হবে এবং অল্প সময়ে ভালভাবে পড়াশোনা করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে ছাত্রছাত্রীরা উত্তীর্ণ হতে পারবে। ছাত্রছাত্রীদের মনে রাখা দরকার মাধ্যমিক পরীক্ষার সাফল্য পরবর্তী শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়ক।